খেলতে নেই এমন খেলা

খায়রুল কবীর

প্রায় তিন ঘন্টা ধরে ছটফট করছি। ঘুম আসছে না। বাম পাশ ফিরে শুইছি, চোখে ভাসছে সমুদ্রের ঢেউ। ডান পাশ ফিরছি, কানে লাগছে ঢেউয়ের গর্জন। আগামীকাল সকালে দল বেঁধে যাচ্ছি সমুদ্র দর্শনে। উপলক্ষ স্টাডি ট্যুর। একটানা তিনদিন কাটাব সমুদ্রের কাছাকাছি। সূর্য স্নান, বায়ু স্নান করব সমুদ্র সৈকতে।
আর ক'দিন পরে শেষ হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন অথচ এ বয়সে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মত উচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছে আমার মধ্যে। ঘুম আসছে না সেই উচ্ছ্বাসে।

এ পর্যন্ত দু'বার চট্টগ্রাম গিয়েছি। কিন্তু কক্সবাজার পর্যন্ত না যাওয়ায় সাগর দেখা হয়নি।
মন আর বাঁধ মানছে না। শুভক্ষণটি তাড়াতাড়ি কাছে পাওয়ার জন্যে রাত ন'টায় শুয়ে পড়েছি। ক'দিন ধরে খুব গরম পড়েছে। মাথার উপরে অতি বৃদ্ধ ফ্যানটা খুব অলস ভঙ্গীতে ঘুরছে। আমি যে রুমটায় থাকি সেটার আলাদা দরজা। ভিতর দিয়ে অন্য রুমে যাবার সুযোগ নেই। বাইরে যেতেও ভয় লাগছে। আমার রুমের পাশে একটা হাসনাহেনার গাছ আছে। রাত যত বাড়ছে, হাসনাহেনার গন্ধও তত তীব্র হচ্ছে। শুনেছি রাতের বেলায় এসব গাছে সাপ আসে। তাই বাইরে যেতে সাহস হচ্ছে না। এ দিকে আবার ক্ষিধেও পেয়েছে।
হঠাৎ খেয়াল হল টেবিলের উপর খাবার। রাতে যখন ঘুমাতে আসি, মা বলছিল, 'কীরে আসিফ, এতো সকালে ঘুমাতে যাচ্ছিস কেন? কক্সবাজার যাবার প্রস্তুতি শেষ?'।

-জি মা। প্রথম সমুদ্র দেখতে যাবোতো, তাই কেমন জানি লাগছে। মা, আগামীকালটা যেন আসছে না। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি।

-ও রে পাগল ছেলে, এতো সকালে ঘুম আসবে? ঠিক আছে। আমি প্লেটে খাবার দিয়ে দিচ্ছি। যদি ঘুম না আসে, তাহলে পেট ভরে খেয়ে নিস। ঘুম চলে আসবে।

পুরো খাবার খেয়ে নিলাম। মা'র কথা ওষুধের মতো কাজে আসছে। ঘুম ভেঙ্গে দেখি ভোর ছ'টা। আটটায় গাড়ি ছাড়বে কার্জন হল থেকে।

সাতটা বিশে পৌঁছলাম কার্জন হল। ইতোমধ্যে সবাই এসে পড়েছে। ডিপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা বাস। বাসটার গায়ে লেখা 'ভালোবাসার দান'। বাসটার নাম। মনটা ভরে গেল নামটা দেখে। ভাবতেই ভাল লাগছে। 'ভালোবাসার দান' আমাদের কথা শুনবে। যখন ইচ্ছা তখন থামবে। সারা রাস্তায় ওর ভিতরে অবাধ পদচারনা থাকবে। হাসবো, গাইবো নিজেদের মত করে। কী মজা হবে 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'!

রাজা আর রাজত্ব নিয়ে 'ভালোবাসার দান' যাত্রা শুরু করল ঠিক আটটায়। তিরিশ জন ছাত্র ছাত্রী আর দু'জন স্যার। সাথে যোগ হল বাসের ড্রাইভার ফজল সাহেব আর হেলপার আক্কাস আলী। কার্জন হলের দক্ষিন গেট দিয়ে বাসটা সবে বের হল। মিঠু সিট ছেড়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু বলবে।

-সুপ্রিয় বন্ধুগন, আমরা শুভক্ষণে যাত্রা শুরু করলাম। আকাশের অবস্থা খুবই ভাল। সবার চেহারায় আলোর ঝলকানি। শুরুতেই আমাদের উপর পরম করুনাময়ের নজর পড়েছে। কেউ কি বলবে, সেটা কি?

পিছনের সিট থেকে আশীষের কন্ঠ ভেসে এলো 'ভালোবাসার দান'। প্রথমবারের মত হাসিতে যোগ দিলেন হালিম স্যার আর কবির স্যার।

মিঠু আবার বলা শুরু করল, 'যা বলছিলাম, আমরা তিনদিন সমুদ্রের সাথে ঘর বাঁধব। মন উজার করে সমুদ্র দর্শন করব। অল্প কিছুক্ষনের মধ্যে আমরা নাস্তা করব। তারপর কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান পর্ব শুরু হবে হাইওয়েতে। কোথায় আসিফ, সূচনা মোনাজাতটা শুরু কর বন্ধু।'
আমি জানতাম মিঠু এই কাজটি করবে। কী আর করা!

নাস্তা পর্ব শেষ। হাইওয়ে ধরে শোঁ শোঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে 'ভালোবাসার দান'। ধীরে ধীরে আবিস্কার করতে শুরু করলাম নিজেদেরকে। এতো সুন্দর গান গাইতে পারে অনিমা আর পিয়াল আগে কখনও জানিনি। রাকিব জাদু জানে! কেমন সব টাটকা গোলাপ বানাচ্ছে কাগজ দিয়ে! এক এক করে দিয়ে যাচ্ছে সীমি, সুবর্ণা, রাত্রিকে।

রাত নটায় পৌঁছলাম কক্সবাজার। হুঙ্কার ভেসে আসছে সমুদ্রের। সারাদিনের ক্লান্তি পালাতে শুরু করছে। একটা গেষ্টহাউসে আমাদের থাকার পুর্ব প্রস্তুতি ছিল। বেড দখল করে নিলাম এক এক করে। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে যাই পানিতে। কিন্তু স্যারদের কড়া নির্দেশ 'এখন কেউ পানিতে যাবে না। কাল সকাল থেকে বের হবে'। বুড়ো বয়সে স্যারদের কঠিন আদেশ মানতে খারাপ লাগছিল না।

পরদিন সকালে আমি আর ঈমন একবার ঘুরে এলাম সমুদ্র থেকে। বিকাল তিনটায় সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সমুদ্রে। দুই স্যারও। পৃথিবীর সব আনন্দ আজ আমাদের দখলে। আর হবেইনা কেন? সাত বছর ধরে গড়ে ওঠা পরিবারটি আজ একসাথে শেষ আনন্দ পর্বটি শেয়ার করছে। আর ক'দিন পর ছড়িয়ে পড়বে সবাই। ভাঙ্গন ধরবে পরিবারে। ভাইয়েরা আলাদা সংসারে যাবার আগে যেমন পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে কিছু করে, তেমনি। আনন্দে আমার চোখে পানি চলে এসেছে।

একসময় দেখলাম সবাই কেমন একা একা হয়ে যাচ্ছে। আনন্দ যেন যার যার তার তার হয়ে যাচ্ছে। স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। কেমন যেন ঝাপসা দেখতে শুরু করলাম। খেয়াল হল আমার চোখে চশমা নেই। কখন যে পড়ে গেল বুঝতেই পারিনি। সাথে সাথে হাত দিলাম পানিতে। হেড অফিস থেকে খবর এলো 'ওরে হাবা, কোথায় হাত দিচ্ছিস? ইহজনমে খুঁজে পাবি?'। বাদ দিলাম চশমা খোঁজা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিছুক্ষন আগে একা লাগছিল। এখন আবার নিজেকেই অচেনা লাগছে। সবাইকে কাছে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আবার নিজের জন্য সবার আনন্দটা মাটি করতেও মন চাইছে না। চশমার পাওয়ার খুবই সামান্য। কিন্তু আমার মনে তখন ভালোবাসার তৃষ্ণা। হঠাৎ চিৎকার শুরু করে দিলাম।

-মিঠু, সুবর্ণা আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার চশমা হারিয়ে গেছে।

সবার সাঁতার বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে কোলে নিল ঈমন। সবাই উঠে এলো পানি থেকে। গেষ্টহাউসে এসে কাপড় বদলালাম। তখনও না দেখার ভান করে চলছি। আমার হাত ধরল রাত্রি। বদ্ধ ভুবনে কেমন যেন হাওয়া বইতে শুরু করল। তিরিশ জনের কাফেলা রওয়ানা হল কক্সবাজার শহরের দিকে। চোখের ডাক্তার দেখিয়ে, আমার চশমা বনিয়ে ফিরলাম গেষ্টহাউসে। ভান করে পাওয়া ভালোবাসায় সত্যি সত্যি সিক্ত হয়ে গেলাম।

বাকি দু'দিন কাটলো মহা আনন্দে। তিনদিন পর রওয়ানা দিলাম ঢাকার পথে। 'ভালোবাসার দান' হাইওয়ে ধরে শোঁ শোঁ করে চলা শুরু করল ঠিক প্রথম দিনটায় যেমন করেছিল। তবে সবাই কেমন চুপচাপ। কি যেন ফেলে এসেছে সমুদ্রে। আমি না হয় চশমা ফেলে এসেছি, অন্যদের কী হল! কে জানে। হয়তো কিছু। হয়তো কিছুই না। কী সব চিন্তা করছি। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। এক সময় আমিও হারিয়ে গেলাম ঘুমে।

দেড় ঘন্টা পর জেগে উঠল সবাই। মিঠুর কন্ঠ, 'সবাই চা খাবো সামনের হোটেলে'। একজন রাজার আদেশ। ভালোবাসার দানের কী আর উপায় আছে না থেমে।

চা খেয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। এবার দেখা যাচ্ছে রাত্রিকে। সামনে আসছে।

-আমরা এখন নির্বাচন করব। মানে ভোট দেব। আমরা মিষ্টার ও মিসেস ক্লাস বানাব। ভোটের নিয়মটা হল, প্রত্যেকে সর্বোচ্চ দুটি ভোট দিতে পারবে। একটি মিষ্টার ক্লাসকে ও আরেকটি মিসেস ক্লাসকে। তবে নিজেকে কেউ ভোট দিতে পারবে না।

আমাদের রাজ্যে নির্বাচন হবে আর আমরা ভোট দেবনা, তা হয় না। শুরু হয়ে গেল ভোট যুদ্ধ। 'ভালোবাসার দান' হর্ণ বাজাতে বাজাতে চলছে।

এবার ভোট গণনার পালা। বিশাল ব্যবধানে মিষ্টার ও মিসেস ক্লাস নির্বাচিত হয়ে গেল। দু'জনকে দেয়া হলো চমৎকার দু'টি উপহার। উপহার তুলে দিলেন হালিম স্যার।

বাসে তখন খুব সুন্দর একটা গান বাজছে।

যদি বউ সাজো গো আরো সুন্দর .. .. ..

প্রায় পাঁচ মিনিট পর পরিবেশটা আবার যেন কেমন ঘুমোট হয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলছে না। আবার ঘুমুচ্ছেও না। হঠাৎ খেয়াল হল ঈমনকে। জানালা দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরে। আমার আগমনে জ্ঞান ফিরে এল ঈমনের।

-ঈমন, ব্যাপার কি? চুপ করে বসে আছিস কেন?

-না, কিছু হয়নি।

- ঈমন, কিছু একটা হয়েছে। আমাকে খুলে বল।

-আসিফ, একটা ভোটও পাইনি। একজনও ভালোবাসে না। তুইও না।

মনে একটা ধাক্কা খেলাম।

-ঈমন, এটা একটা খেলা। ঐ মুহূর্তে যে যাকে পছন্দ করেছে সে তাকে ভোট দিয়েছে। ব্যাপারটা একটু সহজ ভাবে দেখ।

-শোন আসিফ, ভালোবাসার রায় মানুষ তার অজান্তেই দিয়ে দেয়। হিসেব করা রায় হিপোক্রেসির মধ্যে পড়ে। তাছাড়া মানুষ তার পছন্দের মানুষকেই ভালোবাসে। পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়টা অবশ্য আপেক্ষিক।

চশমা হারিয়ে না দেখার ভান করে হয়তো কিছু ভালোবাসা পেয়েছিলাম। ঈমনের না পাওয়াকে আমি কোন যুক্তিতে ভরে দিব! নিজের তৈরী করা যুক্তি অন্যের উপর খাটানো যায় না। যে ছেলেকে সাত বছরে একবারও মনে হয়নি ভালোবাসা বলতে কিছু বুঝে, পড়াশুনা আর কাজ নিয়ে ব্যস্ত যে ছেলের মধ্যে মন সংক্রান্ত ব্যাপারে কখনও সামান্য আগ্রহও দেখিনি, আজ কেন কঠিন মন এতো তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল?

কী জানি 'ভালোবাসার দান' এ আর কারো তৃষ্ণা জেগেছে কি না!

কারো মুখে আর কোন কথা নেই। মনে হচ্ছে গত তিন দিনের আনন্দটাই মাটি।

মাঝে মাঝে হালিম স্যার আর কবির স্যার সবার দিকে তাকাচ্ছেন।

সন্ধ্যায় পৌছলাম ঢাকা। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ছে বাড়ি ফিরতে। কার্জন হলের লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে এরই মধ্যে। ঈমন যেতে যেতে বলছিল, 'আসিফ, খেলতে নেই এমন খেলা'।

ইমেইল ঃ kkabir@mac.com
এপ্রিল, ২০০২